তারিখ 20 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

যুগান্তর

ছয় হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বাস মাত্র ১২টি

তাবারক উল্যাহ্ কায়েস, *কুমিল্লা ব্যুরো*

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা
কুমিল্লা ১

লালমাটি আর সবুজ ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) ১১ বছরে পদার্পণ করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজারের বেশি। কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরের এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তীব্র আবাসন সংকটের কারণে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে কুমিল্লা নগরীসহ বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়। কিন্তু তাদের ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস মাত্র ১২টি। গাদাগাদি ও ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটা অংশ এসব বাসে যাতায়াত করলেও বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে পাবলিক বাসে যাতায়াত করতে হয়। এক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়তে হয় তাদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের। প্রায়ই ঘটছে নানা দুর্ঘটনাও।

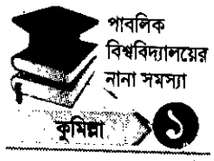

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মালিকানায় রয়েছে ৫টি বাস, যার মধ্যে শিক্ষকদের জন্য একটি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি, শিক্ষার্থীদের জন্য বাকি ৩টি বাস। আর বিআরটিসি থেকে ভাড়া নেয়া হয়েছে ৯টি বাস। সাড়ে ৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ১২টি গাড়ি।

পর্যাপ্ত গাড়ির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীরা বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। উল্টো প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ায় পরিবহন সংকট দিন দিন চরম আকার ধারণ করেছে। সংকট উত্তরণে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা জানান, বিআরটিসির ■ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

ছয় হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বাস মাত্র ১২টি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পুরাতন গাড়ি শিক্ষার্থীদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই বাসগুলো মাঝ রাস্তায় বিকল হয়ে যায়। যার কারণে মাঝপথে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পড়তে হয়। ক্লাস ও পরীক্ষায় যথাসময়ে উপস্থিত হতে না পারার ঘটনাও ঘটে মাঝেমধ্যে। এত সমস্যার পরও বিষয়টি তদারকির জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এদিকে বিকাল ৫টার পর ক্যাম্পাস থেকে কুমিল্লা শহরে যাওয়ার কোনো পরিবহন না থাকায় ক্লাস, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন না ক্যাম্পাসের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা। বিকাল ৫টার পর ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার জোর দাবি জানিয়েছেন তারা। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী মান্নিতা আলম জানান, গাড়ি সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বাসে গাদাগাদি এড়াতে বাধ্য হয়ে পাবলিক পরিবহনে করে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু এতেও শান্তি নেই। ভাড়া নিয়ে চালক ও কর্মচারীদের সঙ্গে প্রায়ই বাকবিতণ্ডা হয়। এছাড়া চালক ও কর্মচারীদের কটূক্তি এবং তাদের হাতে নাজেহাল হওয়ার ঘটনাও ঘটে মাঝেমধ্যে।

গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম জানান, একদিকে গাড়ি সংকট, অন্যদিকে বিআরটিসির ফিটনেসবিহীন বাস, মাঝেমধ্যেই মাঝপথে বিকল হয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অভিযোগ করার পরও কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র এএসএম সায়েম বলেন, আবাসন সংকটের কারণে আমাদের অধিকাংশকেই কুমিল্লা শহরে থাকতে হয়। বিকাল ৫টার পর ক্যাম্পাস থেকে শহরের উদ্দেশে কোনো পরিবহন না থাকায় মাঝেমধ্যে ক্লাস ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন কমিটির আহ্বায়ক ড. কাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বলেন, যানবাহন সংকট নিরসনে আরও ৩টি বাস আনা হচ্ছে। তবে কবে নাগাদ আনা হবে তিনি নির্দিষ্ট করে জানাতে পারেননি। শিক্ষার্থীদের সান্ধ্যকালীন যাতায়াতে সমস্যার অভিযোগ পেলে শহরের উদ্দেশে একটি বাসের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।